MNREGA and Rights-based Welfare :

ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। গ্রামীণ সমাজের প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা, সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করলেও গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থেকে যায়। বিশেষ করে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে মৌসুমি বেকারত্ব একটি সাধারণ সমস্যা। কৃষিকাজের বাইরে অধিকাংশ সময়ে শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কম থাকে, ফলে তারা দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য সরকার বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি চালু করলেও সেগুলির অধিকাংশই স্থায়ী সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২০০৫ সালে ভারত সরকার Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) বা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন প্রণয়ন করে। ২০০৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া এই আইন ভারতের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। এটি কেবল একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প নয়, বরং একটি অধিকারভিত্তিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, যেখানে গ্রামীণ জনগণের কাজের অধিকারকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

MNREGA-এর মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের মজুরিভিত্তিক কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করা। এই আইনের আওতায় যেকোনো গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য অদক্ষ শারীরিক শ্রমের কাজের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন করার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার যদি কাজ দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আবেদনকারী বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকারী হন। এই বৈশিষ্ট্যই MNREGA-কে অন্যান্য সরকারি প্রকল্প থেকে আলাদা করেছে। কারণ এখানে কর্মসংস্থানকে সরকারি দয়া বা অনুগ্রহ হিসেবে নয়, বরং নাগরিকের অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি ভারতের গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

অধিকারভিত্তিক কল্যাণব্যবস্থা বা Rights-based Welfare-এর ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণা অনুযায়ী, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ইত্যাদি মানুষের মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই অধিকারগুলিকে নিশ্চিত করা। পূর্বে দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারি সহায়তাকে দান বা অনুগ্রহ হিসেবে দেখা হত। কিন্তু অধিকারভিত্তিক কল্যাণব্যবস্থায় জনগণ নিজের অধিকার দাবি করতে পারে এবং রাষ্ট্র সেই অধিকার রক্ষায় বাধ্য থাকে। ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিগুলিও রাষ্ট্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে MNREGA একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন, কারণ এটি গ্রামীণ জনগণকে কাজের আইনি অধিকার প্রদান করেছে।

MNREGA-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি কর্মসংস্থানকে আইনি গ্যারান্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কোনো গ্রামীণ পরিবারের সদস্য কাজের আবেদন করলে স্থানীয় প্রশাসন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ দিতে বাধ্য। সাধারণত ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে না পারলে সরকারকে বেকার ভাতা দিতে হয়। এর ফলে প্রশাসনের উপর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত কাজ সাধারণত জনকল্যাণমূলক ও গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন—রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন, খাল সংস্কার, সেচব্যবস্থা উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, জল সংরক্ষণ, মাটি সংরক্ষণ, গ্রামীণ যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়ন ইত্যাদি। এই কাজগুলির মাধ্যমে শুধু কর্মসংস্থানই সৃষ্টি হয় না, পাশাপাশি গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নও ঘটে।

MNREGA গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে এসেছে। পূর্বে গ্রামীণ শ্রমিকরা কৃষিকাজের মৌসুম ছাড়া অধিকাংশ সময়ে কর্মহীন থাকতেন। কাজ না থাকায় তাদের আয় বন্ধ হয়ে যেত এবং অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত হতে হত। MNREGA সেই সমস্যা অনেকাংশে দূর করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকরা বছরে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ ও মজুরি পান, ফলে তাদের পরিবারের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তারা কিছুটা স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হন। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে MNREGA গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং চরম দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক হয়েছে।

এই প্রকল্প নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। MNREGA আইনে বলা হয়েছে যে মোট শ্রমিকের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মহিলা হতে হবে। বাস্তবে অনেক রাজ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশি হয়েছে। গ্রামীণ সমাজে মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু MNREGA-এর মাধ্যমে তারা নিজস্ব আয়ের সুযোগ পেয়েছেন। এর ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়েছে। অনেক মহিলা প্রথমবারের মতো নিজের হাতে উপার্জিত অর্থ পাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

MNREGA-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হল গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিক অভিবাসন কমানো। ভারতের বহু গ্রামীণ অঞ্চলে কাজের অভাবে মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরে চলে যেতেন। শহরে তারা প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হতেন। এতে পরিবার বিচ্ছিন্নতা, বস্তিবাস বৃদ্ধি এবং সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হত। MNREGA গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এই অভিবাসনের প্রবণতা অনেকাংশে কমিয়েছে। শ্রমিকরা এখন নিজের গ্রামে থেকেই কাজ করতে পারছেন এবং পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারছেন। এর ফলে গ্রামীণ সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা হয়েছে।

MNREGA গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি রাস্তা, জলাধার, সেচব্যবস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ কৃষিক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে জল সংরক্ষণ প্রকল্পগুলি কৃষকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়েছে। অনেক এলাকায় সেচের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও মাটি সংরক্ষণের কাজ পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করেছে। ফলে MNREGA কেবল কর্মসংস্থান প্রকল্প নয়, বরং টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

অধিকারভিত্তিক কল্যাণব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল স্বচ্ছতা ও জনগণের অংশগ্রহণ। MNREGA এই দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রাম পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ নির্বাচন করা হয়। এছাড়া সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit)-এর ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে জনগণ প্রকল্পের ব্যয় ও কাজের হিসাব যাচাই করতে পারে। এর ফলে প্রশাসনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং দুর্নীতি কমানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। তথ্য জানার অধিকার আইন (RTI)-এর মাধ্যমেও সাধারণ মানুষ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারেন। যদিও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম দেখা যায়, তবুও সামাজিক নিরীক্ষা ব্যবস্থা জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ দিয়েছে।

তবে MNREGA সম্পূর্ণ সমস্যামুক্ত নয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সময়মতো মজুরি পান না, যা তাদের আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি করে। কিছু অঞ্চলে পর্যাপ্ত কাজের ব্যবস্থা করা হয় না। আবার কোথাও দুর্নীতি, ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্তি এবং তহবিল অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবও প্রকল্পের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে MNREGA কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে, কারণ অনেক শ্রমিক সরকারি প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহী হন। তবে অধিকাংশ গবেষণা দেখায় যে এই প্রকল্প গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

COVID-19 মহামারির সময় MNREGA-এর গুরুত্ব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। লকডাউনের সময় লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসেন এবং জীবিকার সংকটে পড়েন। সেই সময় MNREGA গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য এক বড় সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ ও আয়ের সুযোগ পান। এর ফলে মহামারিজনিত অর্থনৈতিক সংকট কিছুটা হলেও মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে MNREGA কেবল স্বাভাবিক সময়েই নয়, সংকটকালেও গ্রামীণ মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বলয় হিসেবে কাজ করে।

MNREGA ভারতের গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এটি প্রমাণ করেছে যে

রাষ্ট্র যদি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে, তবে সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এই প্রকল্প শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেনি, বরং দরিদ্র মানুষের আত্মসম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রেখেছে। একজন শ্রমিক যখন নিজের অধিকার হিসেবে কাজ দাবি করতে পারেন, তখন তিনি আর কেবল সাহায্যপ্রার্থী নন; তিনি একজন অধিকারসম্পন্ন নাগরিক।

MNREGA ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকারভিত্তিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি। এটি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায় এবং উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। নারী ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে, তবুও MNREGA ভারতের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তাই বলা যায়, MNREGA শুধুমাত্র একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়, মানবিক মর্যাদা এবং অধিকারভিত্তিক উন্নয়নের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।